পোনা মজুদ পরবর্তী করণীয়

প্রতি দিনের কাজ

খাদ্য প্রয়োগ

- মাছের শরীরের ওজনের শতকরা ২-৩ ভাগ।
- মাসে ৭ দিন ভিটামিন সি+মাল্টি ভিটামিন যুক্ত করে খাওয়াতে হবে। প্রতি কেজি খাদ্যের সাথে ৩ গ্রাম।
- ২টি ডিম ফাটাবেন। কুসুম বাদ দিয়ে সাদা অংশের সাথে ভিটামিন ভালো ভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। ১-২ কেজি খাদ্যের সাথে মিশিয়ে ফ্যানের নিচে শুকাতে হবে।

প্রতি সপ্তাহের কাজ

সার প্রয়োগ

- ৭-১০ দিন অন্তর বিঘা প্রতি খৈল ৫ কেজি, ইউরিয়া ২ কেজি ও টিএসপি ২ কেজি মিশিয়ে তরল করে প্রয়োগ।
- রং না আসলে বিঘা প্রতি চুন ৮ কেজি+জিপসাম ২৫ কেজি আলাদা ভাবে ভিজিয়ে রেখে নরম হলে একত্রে মিশিয়ে পুকুরে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রতি মাসের কাজ

চুন প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি ১০ কেজি। অবশ্যই তরল ও ঠান্ডা করে।
- সকাল ৯-১০টার দিকে।

প্রোবায়োটিক প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি ৫০ গ্রাম (নক্সকেয়ার, পন্ডকেয়ার) ২০০ গ্রাম বালির সাথে মিশিয়ে বিকালে পুকরের পানিতে সমান ভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।

প্রতি দুই মাসের কাজ

লবন প্রয়োগ

- বিঘা প্রতি- ১০ কেজি।
- পানিতে গুলে সমানভাবে পুকুরের পানিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

মাঝে মাঝে

হররাটানা

- তলার গ্যাস বের করে দেওয়ার জন্য হররা টানতে হবে।
- সকাল ৯-১০ টার দিকে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা

- মাছের বৃদ্ধি, রোগ-বালাই, পরজীবীর আক্রমন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

নিয়মিত

আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা।

প্রনয়নে:
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, খুলনা বিভাগ, খুলনা।
প্রচারে : সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, শার্শা, যশোর।